আশফাক হায়াত খান (উপল)

বাংলাদেশের সংবাদপত্রে কমপিউটার এবং কমপিউটার নিউজ নেটওয়ার্ক

বাংলাদেশের সংবাদপত্রসমূহে কমপিউটারের ব্যবহার খুব নতুন না হলেও খুব বেশি আগেরও হবে না। শুধু সংবাদপত্রে নয় ; মুদ্রণসংশ্লিষ্ট সকল কাজে কমপিউটারের বহুবিধ প্রয়োগ ধীরে ধীরে বাড়ছে। মুদ্রণেও শুধু নয়, সব ক্ষেত্রেই কমপিউটারের প্রয়োগ যে গতিতে বাড়ছে এবং নতুন নতুন যেভাবে ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে তা আমাদের সবার মনে যথেষ্ট আশার সঞ্চার করেছে। আর মুদ্রণের ক্ষেত্রে প্রায় সর্বত্রই উঁচু মানের কমপিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে দুঃখের বিষয় এটিই যে, কমপিউটারের সর্বোচ্চ প্রয়োগ সবক্ষেত্রে করা হচ্ছে না– বা নানাবিধ প্রতিকূলতার কারণে করা যাচ্ছে না। সর্বোচ্চ প্রয়োগের জন্য আমাদের অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। কম্পোজ ও প্রাকছাপার কাজে কমপিউটারের ব্যাপক ব্যবহার বর্তমানে দেশে হচ্ছে। কারণ আদ্যিকালের প্রযুক্তি লেটার প্রেসের অস্পষ্ট, অসুন্দর ছাপার বদলে অপেক্ষাকৃত কম দামের কমপিউটারে কম খরচে কমপিউটার কম্পোজ করে সরাসরি তার প্রিন্ট আউট কিংবা প্রচুর পরিমাণে ছাপার জন্য অফসেট মেশিন ব্যবহৃত হচ্ছে, যার ফলে ঝকঝকে নিখুঁত নির্ভুল ছাপা নিশ্চিত হচ্ছে পক্ষান্তরে সময়ও লাগছে কম। আর এর জন্য মোটামুটি মানের কমপিউটার ও প্রিন্টার হলেই চলে, গুণগত উৎকর্ষতার জন্য ও পেশাদারী কাজের জন্য উঁচু মানের কমপিউটার ও প্রিন্টার, স্ক্যানার ইত্যাদির ব্যবহার নিতান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। অনেকেই হয়তো জানেন যে, ১৯৮৭ সালে আনন্দপত্র তাদের পত্রিকায় কম্পোজের কাজে কমপিউটার ব্যবহার করে কমপিউটারে বাংলা ভাষার যাত্রা শুরু করে। প্রথম প্রথম যখন সংবাদপত্রগুলো তাদের কম্পোজ, পেজমেকিং, এডিটিং অর্থাৎ প্রাক-ছাপার কাজে কমপিউটারের ব্যবহার শুরু করতে প্রয়াসী, তখন সংবাদপত্রের কর্মীরা প্রথম প্রথম ভীষণ প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠেছিল। কারণ তারা ভেবেছিল, নতুন এই প্রযুক্তি তাদের জীবিকার উপর আঘাত হানবে। যেহেতু কমপিউটারে জনবলের কম দরকার হবে এবং তারা কমপিউটার জানেন না এজন্য তারা প্রযুক্তিকে চালু করতে চরম অসহযোগীতা করেন। কিন্তু তাদের এই আশংকা সত্যি বলে প্রমাণিত হয়নি, যারা প্রযুক্তিকে গ্রহণ করতে পারেননি প্রযুক্তি সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করেনে তাদেরই চাকুরী গেছে। আজ সারা দেশে লক্ষ লক্ষ লোক কম্পোজের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছে, এতে করে দেশে দক্ষ জনশক্তি গড়ে উঠছে নতুন কর্মসংস্থান হয়েছে এবং অধিকাংশ পুরোনো কম্পোজিটররা কমপিউটার শিখে নতুন প্রযুক্তিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছেন। কিন্তু সংবাদপত্রে কমপিউটারের এই প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করা কিন্তু আমার এই প্রবন্ধের উপজীব্য বিষয় নয়। নতুন যে সব প্রযুক্তি আমাদের দেশে বিভিন্ন সংবাদপত্রে সাফল্যের সাথে ব্যবহৃত হচ্ছে সেই সব প্রযুক্তির সাথে পাঠকদের পরিচিত করিয়ে দেয়াই আজকের এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

কেবল নিউজ নেটওয়ার্ক (সিএনএন) যাঁরা টিভিতে দেখেন তাদের কাছে সিএনএন ইন্টারেক্টিভ হয়ত খুব একটা অপরিচিত নয়। যাঁরা ইন্টারনেটে অনলাইন ব্যবহার করছেন তাঁরা হয়ত এতে লগইনও করেছেন। তাঁরা দেখেছেন ওখানে খবর বিষয়ওয়ারী ছবিসহ বিভিন্ন হেডলাইনে সাজানো থাকে। যে সংবাদ সম্পর্কে আপনি অধিকতর উৎসাহী এবং যে বিষয়ে আপনি অধিকতর জানতে চান তাতে ক্লিক করলেই ঐ সুনির্দিষ্ট খবর সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আপনি পেতে পারেন। এএফপি, রয়টার বিভিন্ন সংবাদ প্রদানকারী সংস্থাও সংবাদপত্র অফিসকে তাঁদের কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহের জন্য সুযোগ দেয়। এতে করে বিভিন্ন সংবাদপত্র অফিস অফিসে বসেই তাঁদের প্রয়োজনীয় খবর ও ছবি সংগ্রহ করে নিতে পারে এবং খবর আর ছবি যা পাওয়া যায় সবই গরম ও টাটকা। বিভিন্ন সংবাদ সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন বার্তা অফিসে আর ঘোরাঘুরি করতে হয় না।

তবে, এক্ষেত্রে এএফপি, রয়টার-সিএনএন এর মতো ইন্টারনেটকে তাদের তথ্য প্রদানের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেনি। তাঁরা ব্যবহার করেছে সর্বাধুনিক আকাশ প্রযুক্তি। এএফপি, রয়টার তাঁদের সংবাদ গ্রাহকদের ডিশ এন্টেনা, বিশেষভাবে প্রস্তুত স্যাটেলাইট রিসিভার এবং সফটওয়্যার ব্যবহারের সুযোগ দেয় যার ফলে গ্রাহক কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে প্রেরিত সংবাদ ও ছবি প্রদত্ত স্যাটেলাইট রিসিভারের দ্বারা কমপিউটারে সুনির্দিষ্ট সফটওয়্যারের মাধ্যমে গ্রহণ করে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এলডাস পেজমেকার, কোয়ার্ক এক্সপ্রেস ইত্যাদি সফটওয়্যারের ফরম্যাটে একে রূপান্তরিত করে পছন্দমত খবর বা ছবি তাঁর পত্রিকায় স্থান দিতে পারেন।

এক সময় টেলিপ্রিন্টার খবর সংগ্রহের সর্বাধুনিক মাধ্যম ছিল। কিন্তু নতুন এই প্রযুক্তির মাধ্যমে যে সব সুবিধা গ্রাহক ভোগ করতে পারেন, যা অন্য কোন প্রচলিত ব্যবস্থা থেকে কোনভাবেই আশা করা যায় না। এখনও দেশের প্রতিষ্ঠিত সব পত্রিকা অফিসে গেলেই দেখতে পাবেন টেলিপ্রিন্টার কর্কশ শব্দ করে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা সংবাদ খুঁদে খুঁদে অক্ষরে প্রিন্ট করে যাচ্ছে। টেলিপ্রিন্টার, অন্য যে কোন মাধ্যম বা সংবাদ উৎস থেকে (যেমন : সংবাদদাতা, বিশেষ প্রতিনিধি, সংবাদ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান) সংবাদ বা ছবি সংগ্রহের একটি সমস্যা হচ্ছে সংবাদের ক্ষেত্রে একে কম্পোজিটরকে দিয়ে আবার কম্পোজ করাতে হয়। আর ফটোর ক্ষেত্রে স্ক্যানার দিয়ে একে কমপিউটারে ব্যবহারোপযোগী করতে হয়।

কিন্তু একদিকে এটি সময় সাপেক্ষ এবং অপরদিকে ভুলত্রুটিমুক্ত নয়। দেখা যায়, কম্পোজ করার পর প্রচুর বানান ভুল, শব্দ বা লাইন বাদ পড়ে যাওয়া এবং আরও নানা রকমের ত্রুটি উদ্‌ঘাটিত হয়। অথচ সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে এডিটিংয়ে অধিক পরিমাণে সময় দেয়াও সময়াভাবে সম্ভব হয়ে ওঠে না। কিন্তু স্যাটেলাইট প্রযুক্তির মাধ্যমে সংবাদকে সরাসরি টেক্সট হিসেবে ওয়ার্ড, পেজমেকার, কোয়ার্ক এক্সপ্রেস ইত্যাদি ফরম্যাটে রূপান্তরিত করে এবং ছবির ক্ষেত্রে ফটোশপ এবং সমজাতীয় সফটওয়্যার ব্যবহার করে খবর বা ছবি এডিটিং করে তার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন এবং রূপান্তর করা যায়, ফলে কম্পোজ এবং স্ক্যানিংয়ের মতো ঝামেলাপূর্ণ কাজে যেতে হয় না। ছুরি-কাঁচি ব্যবহার করে পেস্টিং করার মত ঝামেলার পদ্ধতি থেকে স্যাটেলাইট প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে স্ক্যানিং প্রযুক্তিতে রূপান্তরের পর আরও আধুনিক প্রযুক্তি সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে স্ক্যানিংয়ের প্রয়োজনীয়তাকে হ্রাস করে দিয়েছে। অবশ্য স্থানীয় ছবির ক্ষেত্রে স্ক্যানার ব্যবহার করতেই হয় (যদি না লোকাল কমপিউটার নিউজ নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা না হয়) ফলে ভুল এড়ানো অনেকটা সম্ভব হয় এবং সরাসরি পিসির মাধ্যমে সংগৃহীত ছবি হয় পরিষ্কার ও ঝকঝকে-তকতকে।

আমার জানা মতে দি ডেইলী ইন্ডিপেন্ডেন্ট এ ধরনের প্রযুক্তি তাদের সংবাদপত্রে সংবাদ সংগ্রহের কাজে সরাসরি ব্যবহার করে আসছে। অন্যান্য সংবাদপত্র এএফপি, রয়টারের অফিস থেকে সংবাদ ও ছবি সংগ্রহ করে নেয়। একই ধরনের স্যাটেলাইট রিসিভার এবং অন্যান্য হার্ডওয়্যার সংবাদ সংস্থাগুলোর স্থানীয় অফিসেও আছে। নির্ধারিত মূল্যের বিনিময়ে পত্রিকাগুলো সংবাদ ও ছবি জোগাড় করে নেয়।

প্রযুক্তিটি বেশ কার্যকর ও চমকপ্রদ হলেও অপেক্ষাকৃত ব্যয়বহুল হওয়ার কারণে অনেক ছোটখাট পত্রিকা সরাসরি এ প্রযুক্তিকে কাজে লাগাতে সক্ষম নাও হতে পারে। আমাদের দেশে এমন অনেক পত্রিকা আছে যাদের যথেষ্ট পরিমাণ জনবল নেই, অধিক পরিমাণে সাংবাদিক নেই অথচ পত্রিকা বের করে যাচ্ছেন। তাদেরকে সাহায্য করার জন্য বাংলাদেশে একটি সংস্থা রয়েছে যা বাংলাদেশের বিভিন্ন খবর নিজেরাই সংগ্রহ করে তাদের কমপিউটারে জমা করেন এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রের অফিসে তা জোগান দেন। এতে করে অনেক সংবাদপত্র বিনা কষ্টে কম্পোজ করা অবস্থায় সংবাদ পেয়ে তা পত্রিকায় ছাপাতে পারেন কম পরিশ্রমে।

এই সংস্থাটির নাম আনন্দপত্র বাংলা সংবাদ সংক্ষেপে আবাস– যার কর্ণধার এদেশের সংবাদপত্রে সর্বপ্রথম বাংলা প্রণেতা আনন্দ কমপিউটার্স খ্যাত মোস্তাফা জব্বার। সংস্থাটি সর্বপ্রথম আনুমানিক ১৯৮৯ সালে শুরু হয়। শুরু হওয়ার কাহিনীটি এরকম– বগুড়ার দৈনিক করতোয়া ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন সংবাদ সংগ্রহের জন্য ঢাকায় একটি অফিস খুলে তার মাধ্যমে সংবাদ সংগ্রহ করত। দৈনিক করতোয়াকে বগুড়ায় বসে সংবাদ সংগ্রহের সুবিধা দেওয়ার জন্য মোস্তাফা জব্বার সাহেব সে দায়িত্বটি নিজ কাঁধে নেন। এভাবে জন্ম হয় আনন্দপত্র বাংলা সংবাদ। শুরুটা মোটেও আজকের মত ছিলনা। তখন দৈনিক করতোয়াকে সংবাদ ও ছবি সংগ্রহ করে ফ্যাক্সের মাধ্যমে তা গ্রাহকের কাছে পাঠানো হত। এভাবে অন্যান্য যেসব ফার্ম আবাসের গ্রাহক হয়েছিলেন তারাও এভাবে আবাস থেকে ফ্যাক্সের মাধ্যমে সংবাদ ও ছবি সংগ্রহ করতেন। কিন্তু এতে করে যে সমস্যাটার সৃষ্টি হত তা হলো– প্রথমতঃ ফ্যাক্স করা সংবাদ এডিটিং করে পুনরায় কম্পোজ করতে হতো। যা সময়সাপেক্ষ, এর ফলে দেখা যেত সংবাদ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সময়ে কম্পোজ না করা গেলে পত্রিকায় তা স্থান দেওয়া সম্ভব হতো না। দ্বিতীয়তঃ ফ্যাক্সে পাঠানো ছবি খুব একটা পরিষ্কার হতো না। যার ফলে ছাপানো ছবির মান উন্নত হতো না। তৃতীয়তঃ গ্রাহক কোন সংবাদকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে তার পত্রিকায় স্থান দেবেন তা স্বাধীনভাবে বেছে নিতে পারতেন না। ফলে ব্যয়বহুল যোগাযোগ ব্যবস্থায় অধিক পরিমাণে ফ্যাক্সকৃত সংবাদ গ্রহণ করতে হতো। অথচ সব কিছু ছাপা সম্ভব হতো না।

এই সমস্যাগুলো দূর করে গ্রাহকদের অধিকতর সুবিধা দেয়ার প্রয়াসে আবাস তাদের প্রচলিত কম্পোজকৃত তথ্য ফ্যাক্সে পাঠানোর পরিবর্তে গ্রাহকদের সরাসরি মোডেমের মাধ্যমে আবাসের কমপিউটারের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় সংবাদ ও ছবি সংগ্রহ করার সুবিধা প্রদান করা শুরু করে। যার ফলে গ্রাহক তাদের পছন্দমতো বাংলাদেশের বিভিন্ন সংবাদ কম্পোজকৃত অবস্থায়

(বাকী অংশ ৩৪ নং পৃষ্ঠায় দেখুন)

লিখিত তথ্যের পাঠোদ্ধার ঃ সংরক্ষিত ডাটাগুলো পাঠোদ্ধারের জন্য ব্যবহার করা হয় হলুদ বর্ণের পেজিং লেজার বীম। ডাটাপেজের ওপর যখন লেজার বীম পড়ে তখন বিশ্রামরত bR ফর্মের প্রোটিন অনুগুলো রূপান্তরিত হয় 'O' (ও) ফর্মে। এর ফলে '১' এবং '০' প্রকাশকারী ফর্মগুলোর গড়নের পার্থক্য আরও স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। তারপর একধরনের স্বল্প ঘনত্বের লাল বর্ণের লেজার বীমের ভেতর ডোবানো হয় ডাটা পেজটিকে। এসময় '০' প্রকাশকারী প্রোটিন অণুগুলো লাল লেজার রশ্মিকে টেনে নেয় আর '১' প্রকাশকারী অণুগুলো লেজার রশ্মিকে বিনা বাধায় পেরিয়ে যেতে দেয়। ফলে আলোকিত এবং অন্ধকার অংশের সমন্বয়ে দাবার বোর্ডের মতো এক ধরনের চেক চেক নকশার সৃষ্টি হয় ডিটেক্টরে।

চিত্র ঃ লিখিত তথ্যের পাঠোদ্ধার প্রক্রিয়া

ডাটা মুছে ফেলা ঃ তবে তথ্য লিখে রাখা বা সংরক্ষণ করা এবং পাঠের জন্য এটুকুই যথেষ্ট নয়। প্রয়োজনে ডাটা মুছে ফেলার ব্যবস্থাও তো থাকতে হবে। ডাটা ইরেজিং এর এই কাজটি করার জন্য ডাটা পেজকে আবার 'ডোবানো' হয় নীল বর্ণের লেজার বীমের ভেতরে। ফলে Q ফর্মের প্রোটিন অণুগুলো আবার বিশ্রামরত bR ফর্মে ফিরে আসে। এটি করার জন্য আলট্রাভায়োলেট বা অতিবেগুনী রশ্মি মিশ্রিত উজ্জ্বল আলোকের সম্পাতেই যথেষ্ট কাজ হয়।

সিলিকন বনাম প্রোটিন অণু

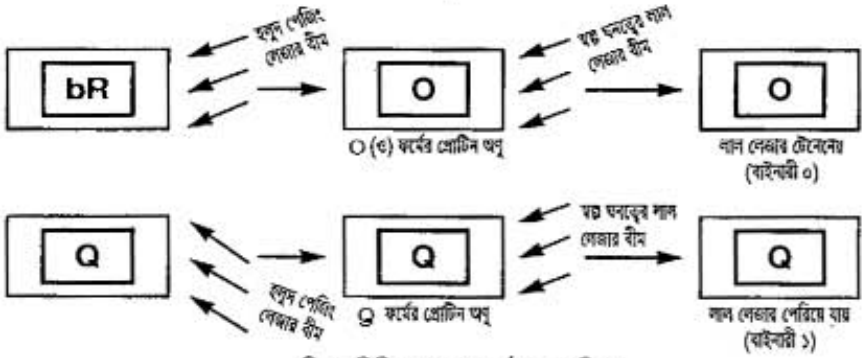

কমপিউটারের মেমরি গঠনে বহুল ব্যবহৃত সিলিকন অণুর তুলনায় প্রোটিন কতটুকু নির্ভরশীল? ডাটা ইনপুট এবং আউটপুটের স্পীড দিয়ে এই নতুন প্রযুক্তির কর্মক্ষমতা কিছুটা বোঝা যায়। একবার ডাটা লেখা/পঠনের কাজগুলো করতে প্রোটিন অণুসম্বলিত ডিভাইসটি প্রায় ১০ মিলিসেকেণ্ড সময় নেয়। তবে নতুন ডিভাইসটিতে যেহেতু সমান্তরালভাবে ডাটা পেজ তৈরি হয়, তাই এতে ১০ মেগাবাইট পার সেকেণ্ড পরিমাণ স্পীড অর্জন করা সম্ভব। কিন্তু কমপিউটারের গতিময় তথ্যজগতে এই স্পীড স্লো সেমিকণ্ডাক্টর মেমরির সমান মাত্র। তবে এই স্পীডকে বাড়ানোর উপায়ও বাৎলেছেন বিজ্ঞানীরা। সেক্ষেত্রে ৮টা স্টোরেজ সেলকে জুড়ে দিতে হবে পাশাপাশি, ফলে গোটা একটা বাইট সংরক্ষণ করা যাবে সমান্তরাল পদ্ধতিতেই এবং এক্ষেত্রে স্পীড হবে প্রায় ৮০ এমবিপিএস। নতুন প্রযুক্তিটির দক্ষতা যাচাইয়ের আর একটি মাপকাঠি হলো ধারণকৃত তথ্যের পরিমাণ। প্রফেসর বার্জ মাত্র ১"-১"-২" একটি কাভেটের ভেতর পলিঅ্যাক্রামাইড জেলের ছাঁচ তৈরি করে সেখানে ব্যাকটেরিয়ো রডোপসিন অণুগুলোকে স্থাপন করেছেন। তাত্ত্বিকভাবে, এই পরিমাণ প্রোটিন অণু ১ টেরাবাইট পরিমাণ মেমরি ধারণ করতে সক্ষম। কাজের সময় বার্জ অবশ্য প্রায় ৮০০ মেগাবাইট তথ্য সংরক্ষণ করেছেন এবং তার ধারণা নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে তিনি অন্ততঃ ১.৩ গিগাবাইট তথ্য সংরক্ষণে সক্ষম হবেন।

উৎপাদন খরচের দিক থেকেও ব্যাকটেরিয়ো রডোপসিন যথেষ্ট সাশ্রয়ী। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর কলাকৌশল প্রয়োগ করে নামমাত্র খরচেই বিপুল পরিমাণ প্রোটিন উৎপাদন করা সম্ভব। তাছাড়া যে ব্যাকটেরিয়াটি এই বিশেষ ধরনের প্রোটিন অণু তৈরি করে সেটিও যথেষ্ট তাপ সহনশীল। ফলে তাপমাত্রায় বড়সড় ধরনের হেরফের হলেও এই প্রোটিন অণু দিয়ে তৈরি মেমরি ডিভাইসটি সম্পূর্ণ কর্মক্ষম থাকবে, অথচ সিলিকনের তৈরি সেমিকণ্ডাক্টর মেমরি হয়তো বিগড়ে যাবে আগেই।

ব্যাকটেরিয়া নির্ভর মেমরির আরেকটি সুবিধা না বললেই নয়। এতে '০' এবং '১' প্রকাশকারী প্রোটিন ফর্ম দু'টো বছরের পর বছর ধরে অপরিবর্তিত থাকতে পারে। সিস্টেম সচল থাকলো না অচল, তাতে কিছু এসে যায় না এদের। যেহেতু সিস্টেমের পাওয়ার অফ করে রাখলেও মেমরি নষ্ট হয়ে যাবার কোন সম্ভাবনা নেই এই প্রযুক্তিতে, তাই যে-কোন এনার্জি-এফিসিয়েন্ট কমপিউটারের খুব ভালোভাবেই কাজে লাগবে এই জৈব প্রযুক্তি।

গবেষণাগার ছেড়ে ক্রেতার হাতে

কমপিউটার মেমরিতে এই বিস্ময়কর প্রযুক্তির ব্যবহারে শুধু একটাই অসুবিধা। এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের গবেষণাগারেই রয়ে গেছে এটি। এ পর্যন্ত শুধুমাত্র লেভেল-ওয়ান প্রোটোটাইপ তৈরি করা হয়েছে। ইউ এস এয়ারফোর্স, সিরাকুস ইউনিভার্সিটি আর ডাব্লু. এম. কেক ফাউণ্ডেশনের আর্থিক সহায়তা নিয়ে প্রফেসর বার্জ শিগগিরী লেভেল-টু প্রোটোটাইপ তৈরিতে হাত দেবেন। ডেস্কটপ কমপিউটারে তার এই লেভেল-টু প্রোটোটাইপ মেমরি যুক্ত করা যাবে বলে তিনি আশা করেন। আর তারও ৩ থেকে ৫ বছরের ভেতরে লেভেল থ্রি বেটা-টেস্ট প্রোটোটাইপ তৈরি হবে এবং এই ভার্শনটিই আসবে ক্রেতার হাতে। অর্থাৎ এ শতাব্দীর পুরোটাই কাটবে অপেক্ষায়। তবুও, বেটার লেট দ্যান নেভার। ❋

সংবাদপত্রে কমপিউটার নেটওয়ার্ক

(৪১ নং পৃষ্ঠার পর)

এবং ছবি স্ক্যানড্ অবস্থায় তাদের কমপিউটারে হাজির করতে পারেন। আবাসের ম্যাকিন্টোস কমপিউটার থেকে গ্রাহক তাদের ম্যাকিন্টোস ব্যবহার করে সংবাদ মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ফরম্যাটে এবং ছবি JPEG ফরম্যাটে গ্রহণ করতে পারেন। যা সরাসরি মুদ্রণযোগ্য। প্রত্যেক গ্রাহকের জন্য সুনির্দিষ্ট ফোল্ডার আছে যা থেকে গ্রাহক উপরোক্ত সুবিধাদি গ্রহণ করা ছাড়াও আবাসের কমপিউটারের এপলিকেশন শেয়ার করতে পারেন ও আরও অনেক সুবিধাদি তাদেরকে প্রদত্ত ক্ষমতা অনুযায়ী পেয়ে থাকেন। এগার জন চৌকষ রিপোর্টারের সমন্বয়ে গঠিত একটি দল সবসময় গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ও ছবি সংগ্রহে সচেষ্ট থাকেন। মোটামুটিভাবে বলা যায়, সারা বাংলাদেশের সংবাদ তারা গ্রাহকদের সরবরাহ করতে সক্ষম। তার ফলে সংবাদপত্র কর্তৃপক্ষের সুবিধা হচ্ছে এই বিভিন্ন স্থানে সংবাদদাতা নিয়োগ বা অফিস স্থাপন করে সংবাদ সংগ্রহ না করে, অফিস ঘরে বসে সংবাদপত্র প্রকাশ করতে সক্ষম হচ্ছেন। বিশেষ করে ছোট ছোট সংবাদপত্রগুলো বিশেষ করে, বিভিন্ন বিভাগীয় সদর ও জেলার মফস্বল সংবাদপত্রগুলো যাঁদের টেলিপ্রিন্টার রয়টার, এএফপির স্যাটেলাইট রিসিভারের মাধ্যমে সংবাদ সংগ্রহ করা সম্ভব নয় এবং যথেষ্ট পরিমাণ জনবল যাদের নেই স্বল্প লোকবল নিয়ে আবাস থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে তাঁরা তাঁদের প্রকাশনা অব্যাহত রাখছেন।

আবাসের আনুমানিক চল্লিশ থেকে পয়তাল্লিশজন গ্রাহক রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঢাকার- দৈনিক খবর, বগুড়ার- দৈনিক করতোয়া, যুগের আলো, বরিশালের- আজকের বার্তা, রাজশাহীর- দৈনিক বার্তা, দিনাজপুরের- দৈনিক প্রতিভা, খুলনার- দৈনিক তথ্য প্রবাহ ও জন্মভূমি, কুড়িগ্রামের- দৈনিক কুড়িগ্রামের খবর ইত্যাদি।

আবাস-এর মাধ্যমে কেবল ম্যাকের মাধ্যমে ম্যাকের সংযোগ সুবিধা স্থাপন সম্ভব। আই.বি.এম পিসির মাধ্যমে আবাসের সুবিধাসমূহ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এ বিষয়ে মোস্তাফা জব্বার সাহেবের সাথে আলাপ করলে তিনি বলেন- "যেহেতু, গুটিকয়েক ইংরেজী পত্রিকা ব্যতীত আর কেউই সংবাদপত্র প্রকাশনায় আইবিএম ব্যবহার করেন না এবং উঁচুমানের ছাপার কাজের জন্য ম্যাকিন্টোসই বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়, তাই আমরা ম্যাককেই আমাদের এই কমপিউটার নিউজ নেটওয়ার্কের কাজে ব্যবহার করছি।"

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন- "আমরা ভবিষ্যতে ইন্টারনেটের ওয়েব পেজের মাধ্যমে সমস্ত বিশ্বে আমাদের এই কার্যক্রম ছড়িয়ে দিতে চাই। এজন্য প্রশিকার সাথে আলোচনা চলছে। VSAT-এর জন্যও আবেদন করেছি। যদি VSAT পেয়ে যাই বা প্রশিকার সাথে আমাদের আলোচনা ফলপ্রসু হয়। তাহলে বিশ্বব্যাপী সবাই আমাদের ওয়েবপেজে Access করতে পারবে। আমাদের ওয়েবপেজে দুটি ভাগ হবে- একটি সাধারণ সবার জন্য যেকেউ এর মাধ্যমে পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমাদের ওয়েব পেজে প্রবেশের সুযোগ থাকবে। অপরটি কেবলমাত্র আমাদের গ্রাহকদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এটি পাসওয়ার্ড প্রোটেক্টেট থাকবে এর মাধ্যমে দেশ বা বিদেশের গ্রাহকরা আমাদের সরবরাহকৃত সংবাদ ও ছবি গ্রহণ করতে সক্ষম হবে।"

বাংলাদেশে কমপিউটার নিউজ নেটওয়ার্ক বলতে যা বোঝায় বাংলা ভাষায় এদেশের সংবাদ প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে কেবলমাত্র আবাসকেই স্থান দেয়া যায়। আশা করা যায় আবাস ধীরে ধীরে প্রযুক্তিগত দিক দিযে আরও উন্নত হয়ে সমস্ত বিশ্বে বাংলাদেশের সংবাদ পৌঁছে দিতে সক্ষম হবে।

আলোচ্য প্রবন্ধে যে সকল সুযোগ-সুবিধা আলোচনা করা হল এবং ভবিষ্যতে যে সকল প্রযুক্তি আসবে, তার সফল ব্যবহারের মাধ্যমে সংবাদপত্রগুলো নিরপেক্ষ ও ত্রুটিহীন সংবাদ ও তথ্য প্রকাশ করে জনগণকে সেবাপ্রদান অব্যাহত রাখুক, এটাই সবার প্রত্যাশা। ❋